



প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়াজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক
বিশেষ প্রতিনিধি রাহিতুল ইসলাম

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মোহাম্মদ আবদুল হক
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্কসজ্জা মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিভ্রাণন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮০১৮৪, ৯৬১৩০১৬,
০১৭১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮০১৮৪

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor Mohammad Abdul Haque
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

টেলিটকের সেবার মান নিয়ে প্রশ্ন

টেলিটক। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মোবাইল ফোন সেবা কোম্পানি। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি জনগণের কাছে সস্তায় উন্নততর সেবা পৌঁছাতে পারবে, শুরুতে এমন প্রত্যাশাই ছিল টেলিটকের কাছে। ফলে টেলিটকের সিম কেনায় দেখা গিয়েছিল অভাবনীয় আগ্রহ। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, টেলিটকের গ্রাহকসেবার মান সন্তোষজনক নয়। নেটওয়ার্ক মাঝেমধ্যেই খুব খারাপ অবস্থায় থাকে। ফলে এখন টেলিটক সিম গ্রহীতারা অন্য অপারেটিং সিস্টেমের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। টেলিটক গ্রাহকদের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গ্রাহকেরা জানিয়েছেন- টেলিটকের সেবার মান ভালো নয়। রাত ১২টার পর টেলিটকের নেটওয়ার্ক কাভারেজ কমে যায়। তাদের অভিযোগ, কাস্টমার সেন্টারের সংখ্যা কম এবং লোড দোকান পাওয়া যায় না। সব জায়গায় খ্রিজি নেটওয়ার্ক কাভারেজ নেই। শহরের ভেতরে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়, কিন্তু শহরের বাইরে খ্রিজির কোনো কাভারেজ নেই। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সম্প্রতি 'টেলিটকের খ্রিজি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ' নামের প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়- প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সব ঠিকাদার যথাযথভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেনি এবং সেবা প্রদানে তাদের অবহেলা রয়েছে। জাতীয় মোবাইল অপারেটর হিসেবে টেলিটকের সেবার মান আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। তবে টেলিটকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছেন, সেবার মান বাড়ানোর বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঢাকার বাইরে খ্রিজি কাভারেজ বাড়ানোর কাজ চলছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে টেলিটকের বিভিন্ন অফার নিয়ে আসা হবে। দ্রুত এসব বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

আইএমইডির প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সরেজমিনে ২৭টি স্থানে, ৩২টি উপজেলার ৭২০ জন টেলিটক ব্যবহারকারীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। টেলিটক চালু হওয়ার পর এর সুফল এবং দুর্বলতাগুলো প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে এগুলো সমাধানকল্পে কিছু সুপারিশও করা হয়েছে।

জরিপ রিপোর্টের ফলাফলে উল্লেখ করা হয়েছে- গড়ে প্রায় ৯৬ শতাংশ টেলিটক সিম গ্রহীতা সামাজিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তবে এর ব্যবহারকারীর মতে, টেলিটক মোবাইলের কাভারেজ অন্যান্য মোবাইলের কাভারেজের তুলনায় অনেক কম।

প্রতিদিন তিনজন গ্রাহকের মধ্যে একজনের অভিমত, সমস্যা পড়লে মোবাইল সংযোগ কোম্পানি দ্রুত সেবা সরবরাহ করে। অন্যান্য মোবাইল অপারেটরদের এ হার টেলিটকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ দ্রুত সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে টেলিটক অন্য অপারেটরদের তুলনায় পিছিয়ে আছে। শহরের বাইরে নেট স্পিড ভালো নয়। টাওয়ারের সংখ্যা কম। নেট প্যাকেজ সুবিধাও কম। সংশ্লিষ্টরা জানান, কম বাজেট বরাদ্দ থাকায় প্রকল্পের আওতায় খ্রিজি নেটওয়ার্ক স্বল্প পরিসরে বিভাগীয় ও জেলা শহরে দেয়া হয়েছে, যা গ্রাহক চাহিদার তুলনায় কম।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে- খ্রিজি প্রযুক্তি চালু ও ২.৫জি প্রযুক্তি বাস্তবায়নে নেটওয়ার্ক কাভারেজ সম্প্রসারিত হয়েছে। তথ্য বিনিময় ও সরকারি কাজে গতিশীলতা ব্যাপক বেড়েছে। ফলে মোবাইলে কলড্রপের সংখ্যাও কমেছে। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিনিয়োগ স্বল্পতার কারণে চাহিদা অনুসারে বেস স্টেশনে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার লোকজন কম রেটে কথা বলার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। টেলিটক সাধারণ মানুষের কাছে 'আমাদের ফোন' হিসেবে পরিচিত। সাশ্রয় ও প্রতিযোগিতামূলক দামে মোবাইল সেবা দেয়ার জন্য শুরুতে টেলিটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টেলিটককে টিকে থাকতে হলে এর সেবার মান আরও বাড়তে হবে।

টেলিটক আমাদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে। এর সেবার মানের ওপর জাতীয় ভাবমর্যাদার একটি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অন্যান্য অপারেটরদের তুলনায় টেলিটকের সেবার মান পিছিয়ে থেকে সে ভাবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদনে উঠে আসা এর সরলতা ও দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এর সেবার মান বাড়ানোর ব্যাপারে সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। যেকোনো মূল্যে টেলিটককে দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল কোন অপারেটর করে তুলতে হবে।

লেখক সম্পাদক

• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ